মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান

মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে শত ভাগ মাস্ক পরিধানের লক্ষে জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সদর থানার এএসআই মোহাম্মদ এর নেতৃত্বে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।
মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে কঠোর নিরাপত্তা জারি করেছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সোহান, হাসান,আবু সাহিদ প্রমুখ।

আবারও হামলার স্বিকার মেহেরপুরের সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুর সদর থানায় মিমাংসা হওয়ার দু-দিন পরেই আবারও হামলার স্বিকার হলেন মেহেরপুরের সেই প্রতিবন্ধি পরিবার। মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী আনেছার ভাই জিন্দারকে পিটিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। গত বৃহস্পতিবার শ্যামপুর কল্যানী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। মেহেরপুর সদর থানায় এ বিষয়ে জিন্দার পিতা সাবান বাদি হয়ে ৪জনকে আসামী করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযুক্তরা হলো, শ্যামপুর গ্রামের রশিদ এর ছেলে মইদুল(৪০), পিনজারের স্ত্রী কাজল খাতুন(৪০), ওমর আলীর স্ত্রী ছাদিয়া খাতুন(৩০), আজিম উদ্দিন এর ছেলে ইনতাজ আলী(৫০)।

এ বিষয়ে প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন জানান, নিজ জমিতে একটি নিম গাছ আছে। বেশ কিছুদিন ধরে সেটি বিক্রির জন্য খদ্দের দেখা হচ্ছে। বুহস্পতিবার সকালে গাছটি কাটার জন্য খদ্দের আসে। এমন অবস্থায় আবার বাবা সাবান ও ছোট ভাই জিন্দার সেখানে যায়। তারপরই প্রতিপক্ষরা এসে তাদের উপর হামলা চালায়। পরে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সে হাসপালেই চিকিৎসাধীন আছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, এমন একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, এর আগেও প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে হামলার স্বিকার হন। পরে সদর থানার এসআই ইকবালের সহযোগীতায় বিরোধের মিমাংসা হয়।

আপডেট: গাংনীতে চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে অনশন

১৫ লক্ষ টাকা দিয়েও চাকরী পাননি গৃহবধু মৌমিতা খাতুন পলি। গাংনী পৌরসভায় সহকারি কর আদায়কারি পদে চাকরীর জন্য মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছে টাকা দেন তিনি। তিন বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করানোর পরও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনশনে বসেছেন ওই গৃহবধু।

বৃহষ্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন তিনি। পরে রাতে ওসির আশ্বস্তায় অনশন ভাঙেন পলি। তবে পৌর মেয়র জানান, চাকরীর জন্য নয়, জমি ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়েছিলেন গৃহবধুর স্বামী।

গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মেয়ে অনশনকারি

মৌমিতা খাতুন জানান, তিন বছর যাবৎ গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী হিসেবে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করেছি। চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ১৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। উক্ত পদে চুড়ান্ত নিয়োগের জন্য ১৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে তৎকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেন। কিন্তু ওই পদে পলিকে নিয়োগ না দিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

চাকরী না পাওয়ায় মেয়রকে দেয়া ১৫ লক্ষ টাকা ফেরত চাইলে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পলি অভিযোগ কেও আরো জানান, মেয়র আশরাফুলের হাতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করার পর তিনি একটি মামলায় জেল হাজতে যান। পরে জেলগেটে দেখা করার পর তিনি তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মাহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা’র ব্যাংক হিসেবে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করি।

এ বিষয়ে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, আমি মৌমিতা খাতুন পলিকে চাকুরী দেওয়া বলে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে সে অস্থায়ীভাবে সহকারী কর আদায় কারী হিসেবে কিছুদিন পৌর সভায় কাজ করেছিল। তবে পৌরসভার কাছে তার কোন দেনা পাওনা নাই।

তিনি আরো বলেন, পলি যে টাকার বিষয়ে বলতে চাচ্ছে সেটা হলো তার স্বামী মোমিন শিশিরপাড়া গ্রামে আমার দেড় বিঘা জমি কেনার জন্য আমাকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। সে জমি পলি’র পিতা বর্তমানে চাষাবাদ করছে। পলি আমাকে জানায়, জমি তারা কিনবে না তবে টাকা যেন তার হাতে ফেরত দেওয়া হয়। আমি টাকা নিয়েছি পলির স্বামী মোমিনের নিকট থেকে তাই মমিনের হাতে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এ জন্যই মৌমিতা খাতুন আমার মান ক্ষুন্ন করার জন্য চেষ্টা করছে।

বিকালে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলির অনশনের বিষয়ে যুক্তি খণ্ডন করে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফিজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৫ লাখ টাকা।

জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন। চাকরির জন্য নয়। মোমিনকে সাথে নিয়ে স্বামী

পরিচয়ে আমার সাথে জমির দামাদামি করেন। মোমিন আমার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে তিনটি রশিদের মাধ্যমে ৮লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন। বাদবাকি টাকা তিনি জমি রেজিস্ট্রির সময় পরিশোধ করার কথা বলেন। কিন্তু মোমিনের সাথে মৌমিতা খাতুন পলির বনাবনিত না হওয়ায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। পরে মৌমিতার স্বামী মোমিন জমি ক্রয় করবেনা বলে আমার সাথে টাকা ফিরিয়ে নিয়ে নেয়।

মেয়র আশরাফুল ইসলাম, আরও বলেন, মোমিনের জমাকৃত টাকা আমি মোমিনকে ফেরত দিয়েছি। মোমিন এসে বলুক তবে আমি টাকা দেব। এছাড়া মোমিন টাকা নিয়ে আমাকে লিখিত দিয়ে গেছেন। আমার দেড় বিঘা জমি মৌমিতার বাবাকে আবাদ করার জন্য বিনা খরচায় আবাদ করে খেতে দিয়েছি। আমার জমিটাও তারা অন্যের কাছে বন্দোক রেখেছেন।

মৌমিতা খাতুন পলির অনশনের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে এলাকাবাসীদেও উপস্থিতিদের বিভিন্ন যৌতিকতা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন আমাকে রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত করতে প্রতিপক্ষরা এমন ইন্ধন জুগিয়েছেন।

প্রতিপক্ষরা যে প্রকার ইন্ধনই দিয়ে থাকুক না কেনো তা ফলপ্রসূ হবেনা কারণ টাকা দিয়েছেন তার স্বামী মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

এ সময় গাংনী পৌর ২ নং ওয়ার্ড় কাউন্সিলর মিজানুর রহমান বলেন, আমি তাদের প্রতিবেশি ও একজন জন-প্রতিনিধি টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে জানায়নি। অন্যেও মুখ থেকে শুনেছি তবে মৌমিতা খাতুন পৌর সভায় কাজ করতেন এবিষয়টি আমি জানি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে অনশনকারিদের অভিযোগ সুরাহা করার আশ্বাস দেন এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করবেন বলে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান।

সেই সাথে এলাকাবাসীরাও তাদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানান। তবুও অনশন কারিরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থায় রয়েছেন। টাকা না দিলে তারা অনশন ভঙ্গ করবেননা বলে জানান।

দোকান মালিকের রাখা বালি গাদাই বাজারের ব্যবসায়ীরা ভোগান্তির শিকার

গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া বাজারের দোকান ঘরের মালিক রিজাল শাহ’র ছেলে সাইন এর রাখা বালির গাদাই চরম ভোগান্তির শিকার শাহাজান স্টোরের শাহাজান জানান ৪লক্ষ টাকা জামাত ও প্রতি মাসে ৪হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করে আসছি।

কিন্ত দোকার মালিক নিজে দোকানের সামনে বালি গাদা দিয়ে রাখার কারণে ব্যবসায়ী ভাবে চরম ক্ষতির শিকার আমি। মুদি দোকানদার আব্দুল আজিজ জানান আমার দোকানের সাটার খোলার কায়দা নেই।

চায়ের দোকানদার মাসুদ জানান আমার চায়ের দোকানের পাশে বালির গাদা থাকার কারণে খরিদ্দার বসে না। কসমেটিক দোকান মালিক জামারুল জানান রিজাল শাহ ছেলে সাইন শাহ বালি রাখার কারণে দোকানের মালপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পশু চিকিৎসক লিয়াকত আলী জানান রাস্তার জায়গার উপর বালি রেখে আমাদের ব্যবসার বারোটা বাঁজিয়েছে।

কসমেটিক দোকান মালিক নিহাজ আলী জানান সরকারি জায়গায় বালি রেখে দোকানদার কে ভোগান্তির মধ্য ফেলেছে। মুদি দোকান মালিক ইমাজদ্দীন জানান বালির কারণে আমি দোকানে বসে ব্যবসা করতে পারি না। কাপড়ের দোকান মালিক হাবিবুর জানান বালি নিয়ে আমরা বিপদের আছি বাঁশবাড়ীয় বাজারের কিছু দোকান মালিকরা।

বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সাধারণ সস্পাদক আব্দুল খালেক জানান বাজারের বিভিন্ন জায়গায় বালি রাখার কারণে দোকান মালিক ব্যবসায়ী ক্ষতির শিকার হয়। আমরা পৌর কর্তৃপক্ষ কে বিষয় টি জানালে তারা বালি ব্যবসায়ী সাইন কে নোটিশ করে কিন্ত কোন কাজ হয়নি। বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সভাপতি সামসুজ্জামান জানান পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউস্মিলর মিজানুর রহমান (মদন) জানান

পৌরকর্তৃপক্ষ বালু ব্যবসায়ী সাইন শাহ কে নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে বালু সরিয়ে না নিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানা সিরাজ

এই বাদেম, দেশি বাদেম, চিনা বাদেম, আরও আছে ঝাল-মুড়ি, বারোভাজা। আসেন বসেন ফুইরি গেলি পাবেন না,পরে পস্তাবেন। এভাবেই নানা কৌশলে ক্রেতাদের ডেকে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেন এইসব মুখোরোচক খাবার। স্কুলগুলো করোনার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ থাকায় তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২১ বছর ধরে ব্যবসা করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর দক্ষিণপাড়ার হাবেল উদ্দিন এর বড় ছেলে, নাম সিরাজুল ইসলাম। এলাকার লোকজন তাকে সিরাজ চাচা বলেই চেনেন। বয়সে ৫৮ পেরোলেও উচ্চতাই মাত্র ৪ ফুট। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিয়ে করলেও সন্তানের মুখ দেখেননি। অভাব অনটনের চেয়েও সবচেয়ে বড় আফসোস কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

ছোট খাটো গঠনের শান্ত স্বভাবের হওয়ায় ছোট বড় সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সিরাজ। প্যাডেল করা ভ্যানের এক কোনে বসে তিনি চালিয়ে যান ক্রেতা সন্তুষ্ট করার কাজ। সিরাজ চাচার মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেতে দূর-দূরান্ত থেকেও জোড় হয় মানুষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গ্রামের মোড়ে মোড়ে বসে চালিযে যাচ্ছেন ব্যবসা। বয়সের তুলনায় কষ্ট বেশি হলেও থেমে নেই তার পথ চলা। তবে করোনার সময়ে সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা অধিকাংশের ঘরে পৌঁছালেও সিরাজ চাচার ঘরে পৌঁছাইনি কোন সাহায্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিরাজ বলেন, আমার গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে আমার এই ব্যবসা। শারীরিক অক্ষমতার কারণে

গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্যবসা করতে পারি না। স্কুল চলার সময়ে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করে কোন রকমে সংসার চালায়। করোনার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমি এবং আমার পরিবার অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি।

লকডাউনে মানুষ ঠিক মত বাসা থেকে বের হতে না পারায় প্রায় তিন মাস ব্যবসা বন্ধ ছিল। কোন কোন দিন একবেলা না খেয়েও কাটিয়েছি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ হলেও আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। এছাড়াও সরকারি কোনো রকম সহায়তা আমার কাছে পৌঁছায়নি। প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে অনেকেই কিন্তু এখনো পাইনি।

জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বাপু, আর কত দিনই বা বাঁচবো। বাকি জীবনটা বাদাম বিক্রি করেই চালিয়ে দিতে চাই, অনেকটা বেদনার সুরে বললেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চাচা। তিনি আরও বলেন, আমার কোন সন্তান নেই, ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি যেন সুস্থ্য থাকতে পারি।

সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন, কাচা বাদাম গুলো আমি ভেজে দিই। এছাড়া অন্যান্য আইটেম গুলো আমি তৈরি করে দিই। সে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে।

দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই চলে আমাদের ছোট্ট সংসার। অভাব অনটনের মধ্যেও দু-বেলা খেয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তান না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দু:চিন্তা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন বলেন, বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম কোন রকম ভাতার জন্য আমার কাছে আবেদন করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করবো। সেই সাথে সিরাজুল ইসলাম এর বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সরকারি সহায়তা করার চেষ্ট করবো।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, আগামী অক্টোবর থেকে এই ধরণের ব্যক্তীদের তালিকা তৈরি করা হবে। সিরাজুল ইসলামের নামটি তালিকাভুক্ত করে প্রনোদনার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেহেরপুরে ৬ বছর বয়সী শিশুর করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে আবির হোসেন নামের এক ৬ বছর বয়সী শিশুর করোনা পজিটিভ হয়েছে। বুধবার প্রাপ্ত রিপোর্টে তার নাম আসে। আবির হোসেন সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মামুন হোসেন এর ছেলে।

সিভিল সার্জন ডা নাসিরুদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বুধবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ল্যাব থেকে মোট ২৩ জনের পজিটিভ রিপোর্ট আসে তার মধ্যে বাড়ি বাঁকা গ্রামের ৬ বছরের এক শিশুর করোনা পজিটিভ বলে জানানো হয়।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তার বাড়ী লকডাউন করা হয়েছে। স্বাস্হ্য বিধি মেনে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্হ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তার পরামর্শে তাকে বাড়ি থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সাথে সদর উপজেলা স্যানিটারি কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ঐ বাড়িটি লকডাউন করে দেয়।

মেহেরপুরে ইন্টারনেট ব্যবসায়ীদের প্রতারণা

ক্যাপাসিটির অধিক গ্রাহক বাড়িয়ে বেশি আয় করার লোভে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে চলেছেন মেহেরপুরে স্থানীয় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা। প্রতারণা করে গ্রাহকদের কাছে থেকে অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।
এতে একদিকে ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না,

অন্যদিকে অফিস, স্কুল-কলেজ ক্লাস, সংবাদ সংগ্রহ ও অনলাইন কেনাকাটা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইএসপি (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) এর কাছে বারবার অভিযোগ করলে তারা অভিযোগ গায়ে মাখেন না। এমনকি গ্রাহকদের সাথে খারাপ আচরণ করতেও ছাড়েন না।

কিন্তু ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারা বলা আছে গ্রাহকদের সাথে কোন ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি প্রতারণা করলে একবছর কারাদন্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

জানা গেছে, করোনায় সামাজিক দূরত্ব রক্ষা ও সীমিত পরিসরে বাইরে যাওয়া কারণে দৈনন্দিন অনেক কাজই অনলাইনে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সংবাদ সংগ্রহ অফিশিয়াল মিটিং ইন্টারনেট সম্পন্ন হচ্ছে। এমনকি স্কুল-কলেজে ভার্চুয়াল ক্লাস ও কেনাকাটার মতো দৈনন্দিন কাজও ইন্টারনেট নির্ভর। তবে জেলা শহরে ইন্টারনেটের গতির অবস্থা করুণ হওয়ায় সব কাজে-কর্মেই ভীষণ ব্যাঘাত হচ্ছে। বিষয়টি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের বলেও সমাধান হচ্ছে না। তারা অধিকাংশ সময়ই ‘আপনার যন্ত্র/ডিভাইস/সিস্টেম পুনঃচালনা করুন।’ এতে কখনো কখনো সাময়িক পরিত্রাণ মিললেও প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ কিছু হচ্ছে না। ভুক্তভোগী গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য জানা গেছে।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, করোনা দুর্যোগে ইন্টারনেটের গ্রাহক ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় আইএসপি সেই তুলনায় ব্যান্ডইউথ সরবরাহ করছে না। কারণ তারা তাদের সক্ষমতার অনেক বেশি ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছে। ফলে একই ইন্টারনেট গতি নির্ধারিত গ্রাহকের তুলনায় অনেক বেশি গ্রাহকদের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ায় গতি ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

শহরে ঘুরে দেখা গেছে, গ্রাহকরা বিটিসিএল, ম্যাঙ্গো টেলিকম, সামিট কমিউনিকেশন, বাংলাফোন, ভার্গো কামিউনিকেশন, নভোকম আইসিসি, জিওটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কম দামে সাব-লাইন কিনে ব্যবসা করছেন । মেহেরপুরে কমিম্পউটার মেট,কার্নিভালসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই সকল ফাঁদ ফেলে গ্রাহকদের সাথে প্রতরাণা করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। এই সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাইক্রোটিক রাউটার ২৪ ঘন্টা চালু রাখার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ চলে গেলে ইউজাররা ইন্টারনেট সুবিধা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।

বাড়িবাকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ^◌াশত নিপ্পন। তিনি থাকেন মেহেরপুর জেলা শহরে। তিনি জানান, স্থানীয় কম্পিউটার মেট থেকে মাসিক ৮০০ টাকায় সংযোগ নিয়েছেন। এজন্য তাকে ৫ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট দেওয়া কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ব্যান্ড উইথ চুরি করছে বলেই ইন্টারনেটে গতি পাচ্ছেন তিনি। ৩০০ মিটারের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ থাকার কথা। কিন্তু ১০ মিটারের বাইরে গেলে সংযোগ থাকে না। তিনি ভোক্তা অধিকার আইনে প্রশাসনের কাছে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দাবি জানান।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় কর্মরত আইটি ইনচার্জ রোকনুজ্জামান জানান, আমরা অফিসে কার্নিভাল থেকে ২০ এমবিপিএস এর লাইন নিয়েছি। কিন্তু কোন সময়ই ৫এমবিপিএস এর বেশি পাই না। অভিযোগ দিলে তাৎক্ষণিক বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর আবার যা ছিল তাই হয়। এর আগে কম্পিউটার মেটের লাইন ছিল। তাদেরও একই অবস্থা ছিল। অতি লাভ করার আশায় ইন্টারনেট ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের সাথে এ ধরণের প্রতারণা করেই চলেছেন। এর একটা ব্যবস্থা হওয়ার দরকার।

মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানভির আহমেদ অভিযোগ করেন, ‘কম্পিউটার মেট’ থেকে সংযোগ নিই। ইন্টারনেট গতি না থাকার সংযোগ বাতিল করেছি। ইন্টারনেটে গতি না পাবার কারণে অভিযোগ করলে কম্পিউটার মেট থেকে বলা হয়, কম্পিউটারটি অফ করে অন করুন। তাদের কথা মতো অফ করে অন করলেই গতি বেড়ে যায় সর্বচ্চ ১ ঘন্টার মতো। পরবর্তীতে গতি না পেলে অফ অন করলে গতি বাড়ে না। বিষয়টি রহস্যজনক। এই কারণেই এখন অতিরিক্ত টাকা খরচ করে মডেম ব্যবহার করি।

এ বিষয় নেট ব্যবসায় জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, স্থানীয় কন্ট্রোল রুমে ম্যানেজেবল সুইজ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যখন অভিযোগ করা হয় তখন কম্পিউটার অফ করে অন করতে বলা হয়। এই সময় এক ঘণ্টার জন্য চাহিদার এমবিপিএস দেওয়া হয়। কম্পিউটারে কমান্ড দেওয়া থাকে সর্বচ্চ ১ ঘন্টার জন্য। এই সময় এমবিপিএস (গতি) ঠিক থাকে। একঘণ্টা পর অটো এমবিপিএস কমে যাবে। যা ইউজারদের প্রতারণা করা হচ্ছে।

কম্পিউটার মেটের মালিক জুয়েল প্রথমে কথা বলতে না চাইলেও পরে রুঢ় ভাষায় জানান, আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তথ্য লাগলে আমার অফিসে আসেন।
কার্নিভালের ব্রাঞ্চ ইনচার্জ ইমতিয়াজ হক জানান, গ্রাহকদের

অভিযোগের কারণে আমরা কোম্পানী পরিবর্তন করেছি। তবে আজ বৃহস্পতিবার থেকে গ্রাহকরা ভাল মানের সার্ভিস পাবেন। গ্রাহকরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বা অর্থ ফেরৎ দিয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, না দেওয়া হয়নি।

সাবেক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবসায়ী ওয়ালিদ হাসান লিটন জানান, মাদার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে দামে ব্যান্ডউইথ কিনে সেই দামেই বিক্রি করতে হয়। ফলে কোন লাভ থাকে না। লাভবান হতে হলে ১০০ ইউজারের জন্য কেনা ব্যন্ডউইথ ২০০ জনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। তাতে ইউজাররা চাহিদার গতি থেকে বঞ্চিত হয়। এই কারণে তিনি ইন্টারনেট ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, এ ব্যাপারে অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অভিযান পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান বলেন, ইন্টারনেটের গতি নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়েও সমস্যা পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ পেলে বিটিসিএল এর কর্মকর্তাদের নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ২৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৪০৯ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৫০ টি। এর মধ্যে ২৩ টি পজিটিভ (সদর-২১, গাংনী -২)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩০০২ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৪০৯ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৮১ (সদর- ১০৩, গাংনী- ৫৮, মুজিবনগর- ২০) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ৯ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৩, মুজিবনগর -১)। এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ১৯১ জন এর মধ্যে ১২ জন নতুন।

ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিপুল কুমার মিত্র, মশিউর রহমান, রাশেদুজ্জামান, সদর উপজেলার হরিরামাপুর গ্রামের আলমগীর হোসেন, শহরের কলেজ পাড়ার গোলাম কাউসার, গড়পাড়ার মারুফ হোসেন, কালাম মার্কেটের আবু বক্কর, বোসপাড়ার কোহিনুর, সাইবল হোসেন, হালদারপাড়ার নজরুল ইসলাম, নতুন পাড়ার একেএম হারুনুর রশিদ, পুলিশ সুপার অফিসের আলী কদর, সদর হাসপাতালের নাসিমা খাতুন, বন বিভাগ পাড়ার লুৎফর রহমান, আবীর, সিজিএম কোর্টের শফিকুল ইসলাম, কাশ্যপ পাড়ার আলী হোসেন, ফিরোজা বেগম, এসি ল্যান্ড অফিসের মাবুদ আলী, যাদবপুরের আলমগীর হোসেন লাল্টু মেম্বর, কুতুবপুরের আব্দুল বারী, গাংনী ফুড অফিসের সাইদুর রহমান, বাদিয়াপাড়ার আবুল কাশেম।

প্রধান শিক্ষক কালামের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন এর নির্দেশে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সেই সাথে আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন কে সভাপতি উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম ও জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারি পরিদর্শক ইচাহাক আলী কে সদস্য করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তিন পর্বে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিষয়টি

উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে আসলে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়।

গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে স্ত্রীর দাবীতে নারীর অনশন

গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামের স্ত্রীর দাবী নিয়ে অনশনে রয়েছে এক প্রেমিকা নারী। হয় স্বামীর অধিকার,না হয় মৃত্যু! এ দু’ই আমার একমাত্র কামনা। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক থেকে স্ত্রী হয়েছি। এখন কেনো অধিকার দিবেনা। তাকে ভাল বেসে পরিবার পরিজন সব ছাড়তে হয়েছে। অধিকার না পেলে মৃত্যু ছাড়া আমার যাবার আর কোনো রাস্তা খোলা নেই । যতদিন স্ত্রীর অধিকার না পাবো ততদিন স্বামীর ঘরের দরজায় পিঠ লাগিয়ে বসে থাকবো। এসব কথা বলছিলেন অনশনকারি স্ত্রীর দাবীতে অনশনকারি বিলকিচ খাতুন। স্ত্রীর স্বীকৃতি চেয়ে বুধবার সকাল ১০ টা থেকে অনশন করেছে ওই প্রেমিকা।

জানা গেছে, প্রেমিক সাব্বির হোসেন (২৫) উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের সাবেক মেম্বার শওকত আলীর ছেলে। প্রেমিকা গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত সাইদুর রহমানের মেয়ে বিলকিস খাতুন (২১)। কয়েক বছর আগে তাদের সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে। অতঃপর প্রেমের সম্পর্ক জায়েজ করতে গত ০৭-০৮-১৯ সালে কুষ্টিয়া নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর ৩ মাস সংসার করলেও পরে সাব্বির হোসেন কোন খোঁজখবর ও স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন।
বিলকিস খাতুন জানান,সাব্বিরের গ্রামে আমার আত্মীয় থাকার সুবাদে তার সাথে এর আগে থেকেই পরিচিত। আমি কুষ্টিয়া নার্সিং ও সাব্বির পলিটেকনিকেলে লেখাপড়া চলাকালীন অবস্থায় দ’◌ুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করি। ছাব্বির আমাকে ২লক্ষ টাকায় দেনমোহরে বিয়ে করেছে। আমার কাছে প্রমাণ স্বরূপ কোর্টে এফিডেভিট কপি ও নিকাহনামা রয়েছে।বিলকিস খাতুনের খালা মালতি বেগম জানান, বিয়ের পরে সাব্বির ও বিলকিস আমার বাসাতে রাত্রিযাপন করে এসেছে দির্ঘদিন। গত ০৮ মাস হচ্ছে সাব্বির হোসেন

কোনো খোঁজ খবর রাখে না এ ব্যাপারে সাব্বিরের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তাকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা জানায়,এই মেয়েটি এখানে আসার সাথে সাথে সাব্বির গা ঢাকা দিয়েছে।

স্থানীয়রা আরো জানান,সকাল থেকে সাবেক মেম্বার শওকত আলীর বাসার সামনে স্ত্রী স্বীকৃতির দাবিতে বিলকিস খাতুন নামের একজন মেয়ে অবস্থান নিলে উৎসুক এলাকাবাসী দেখার জন্য ভিড় করে শওকত মেমম্বারের বাড়ি।

গাংনী থানার ওসি(তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান,ঘটনাটির বিষয়ে আমরা অবহিত হয়েছি।ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে, ভিকটিমের পরিবার থেকে এ বিষয়ে অভিযোগ করা হলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।